***তাসাউফ ও সূফী-** সূফী মূলতঃ সাফা শব্দ হতে এসেছে। সাফা শব্দের অর্থ হলো পরিষ্কৃত বা পরিষ্কার করণ।

- **তাসাউফ বলতে কি বুঝায় ?**

  উত্তর ঃ যে জ্ঞান চর্চা করলে মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করা যায় তাকে তাসাউফ বলে।

** তাসাউফের লক্ষ্য হলো "আত্মার শুদ্ধিকরণ"। **

***এল্‌মে তাসাউফ** ঃ যে বিজ্ঞান চর্চা করলে তা মানুষকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক স্রষ্টার পরিচয় ও তার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান দেয়, পথ দেখায় এবং স্রষ্টার বিধান মোতাবেক শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনার শিক্ষা দান করে তাকে এল্‌মে তাসাউফ বলে।

**** সূফী কে ?**

উত্তর ঃ তাসাউফপন্থী মহান ব্যক্তিগণকে "সূফী" বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত বিজ্ঞান চর্চাকে কেহ কেহ এল্‌মূল কাল্‌ব, এল্‌মে মুকাশাফা, এল্‌মে লাদুন্নী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। যার সংজ্ঞা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহাগুরু রমিজ সূফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর আজীবন জীবনাচরণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তিনি ছিলেন একজন মহাসূফী।

- ***রমিজ কেন মহাসূফী ঃ***

  উল্লেখিত এলমে তাসাউফের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাসাউফপন্থী মহান ব্যক্তিই হচ্ছেন একজন প্রকৃত সূফী।

সূফী সাধকবৃন্দের বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপঃ

১. আত্মশুদ্ধির জ্ঞান দান করা ।
২. স্রষ্টার পরিচয় লাভের জ্ঞান দান করা ।
৩. স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান দান করা ।
৪. স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের পথ দেখানো ।
৫. নিষ্কলুশ চরিত্র গঠনের পথ দেখানো ।
৬. শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনার শিক্ষা দান করা ।

মহাগুরু রমিজের মতাদর্শ মতে তাঁর প্রণীত তিনটি গ্রন্থের উপদেশ ও বাণীগুলোর মর্ম গবেষণা পূর্বক তিনি যে একজন মহান সূফী এর যুক্তি হিসেবে তাঁর যে সকল সিদ্ধবাক্য রয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ-

১. গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় তিনি বলেন-

"আপনার দোষ যেবা ভাবে সব সময়,
সে হইল মহাজ্ঞানী জানিও নিশ্চয়" ।

আপ্তবাক্য-১৪ (অলৌকিক সুধা)

আত্মসমালোচনা পূর্বক আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে মহাগুরু রমিজ উক্ত আপ্তবাক্য ভক্তদের কল্যাণার্থে তাঁদের খেদমতে পেশ করেছেন । এখানে আত্ম শুদ্ধিকল্পে সর্ব প্রথমে নিজের দোষ বা আত্মার ভুলগুলো নিরূপণ করতঃ তা পরিহার করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে ।

২.উক্ত বিষয়ে তিনি আরও বলেন-

"তোমার মধ্যে যদি মাত্র কিঞ্চিৎ থাকে ধোকা
আপনাকে দিলে ফাঁকি তুমি ভবে বোকা" ।

উপদেশ-৪ (অলৌকিক সুধা)

আত্ম শুদ্ধিকল্পে সূফী-গুরু রমিজ কিঞ্চৎ মাত্র বা সামান্যটুকু ধোঁকা বা ফাঁকি অথবা প্রবঞ্চনা মনে স্থান দিতে পারবে না । ধোকা, ফাঁকি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে ।

৩. আত্ম শুদ্ধির জন্য সূফী-গুরু রমিজ আরেক সিদ্ধবাক্যে তাঁর ভাষায় বলেন-

"তোমার মধ্যে যত ভেজাল করিলে বর্জন,
স্রষ্টার অনুগ্রহ তুমি পাইবে তখন"।

উপদেশ-৮ (স্বর্গের সুধা)

এখানে ভেজাল বলতে দেহস্থিত ষড়রিপু, ইন্দ্রিয়াদি ও রমিজ বর্ণিত এগারো ধারার পাপ সমূহকে বুঝানো হয়েছে। সূফী মতবাদ অনুযায়ী আত্মাকে সাফ বা পরিস্কৃত করতে হলে উল্লেখিত সর্ব পাপ ত্যাগ করতঃ ভেজাল মুক্ত করার কথাই বলা হয়েছে।
উক্ত সর্ব পাপ হতে মুক্ত পেতে হলে সূফী গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্য স্নান করে,
কোটি কোটি পাপে তারে গ্রসীতে না পারে"।

উপদেশ-৫ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে ত্রিবেণীর ঘাট বলতে সূফী গুরু রমিজ দেহের চক্ষুকে বুঝিয়েছেন। স্নান বলতে চক্ষের জল-ধারাতে সিক্ত হওয়াকে বুঝিয়েছেন। সর্ব পাপের জন্য অনুতাপের কান্নায় চোখের জল নির্গত হলে, তাকেই ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, স্রষ্টার কাছে অনুতাপ জনিত কান্নাই একমাত্র জীবনের সর্বপাপ হতে মাফ পেতে পারে।

এলমে তাসাউফ মতে বা সূফী তত্ত্ব মতে স্রষ্টার পরিচয় লাভের জন্য সূফী গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"যে পর্যন্ত স্রষ্টার তুমি না পাও পরিচয়,
তোমার আরাধনা পুরা হবেনা নিশ্চয়"।

উপদেশ-২ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে সূফী গুরু রমিজ বলেন যে, স্রষ্টাকে না চিনে আরাধনা করলে তা কোন সময়ও ফলপ্রসু হবে না।

৪. স্রষ্টার সাথে ভক্তদের যোগযোগের পথ সম্বন্ধে সূফী গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"দৈব বাণী, এলহাম, ওহী পাবে নিত্য নিত্য,
যখন যাহা হবে তাহা জানাইবে সত্য"।

উপদেশ-৪ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে, সূফী গুরু রমিজ ভক্ত এবং তাঁর গুরুর নিগুঢ় যোগ সাধনার (মোরাকাবা সাধনার) কথা বলেছেন। এ সাধনার ফলশ্রুতিতে অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (এলহাম, ওহী, দৈব-বাণীতে) পরম ভক্ত ও স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। স্রষ্টার সাথে এ সমস্ত যোগাযোগের মাধ্যমগুলোকে সূফী গুরু রমিজ তাঁর এবং পরম ভক্তের হাতের তলোয়ার হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। আর এ বিষয়ে তাঁর এক বাণীর বাক্যে তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"হাতের তলোয়ার দৈব বাণী,
তার সাথে কেউ টিকবেনা"।

বাণী-১১ (স্বর্গের সুধা)

এখানে ইহাই বুঝা যায় যে, কোন এক সময় রাজা বাদশাগণ তলোয়ার শক্তি দ্বারাই বহিঃশত্রুর আক্রমন হতে নিজকে রক্ষা করতেন। তদ্রুপ সদ্‌গুরু এবং পরমভক্ত যোগ সাধন বা মোরাকাবার মাধ্যমে এলহাম দৈববাণী প্রাপ্ত হয়ে অজানাকে জানতে পেরে সকল রিপু জয় করে বা ধ্বংস করতঃ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে অনাবিল আনন্দ এবং শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনা করতে পারেন।

উপরোক্ত সিদ্ধবাক্য ও বাণীগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতঃ তা কর্মে ও কর্মাচরণে, জীবনে ও জীবনাচরণে অনুশীলন করতে পারলে অবশ্যই নিষ্কলুস চরিত্র গঠিত হবে।

গুরু রমিজ তাঁর সারাটি জীবন ব্যাপী অন্যায়, অবিচার, পাপাচার, ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতঃ সফলতা লাভ করে তাঁর

সকল পর্যায়ের ভক্তকে আত্মার স্বভাব মুক্তির পথ দেখিয়েছেন এবং ভক্তদের সুবিধার্থে তিনি অধ্যাত্ম্য বিষয়ক তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। সূফী ও সূফীতত্ত্বের সকল বৈশিষ্টই তাঁর জীবনাচরণ ও কর্মাচরণের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণ রেখে গেছেন। তাই তিনি আমাদের নিকট (পরম ভক্তদের) পরম আরাধ্যতম পরম সূফী বা মহাসূফী হিসেবে হৃদয়ের মণিকোঠায় বসতী স্থাপন করেছেন।